RESONANCE

DEPARTMENTAL E-MAGAZINE
(Department of Computer Application)

2020 Edition

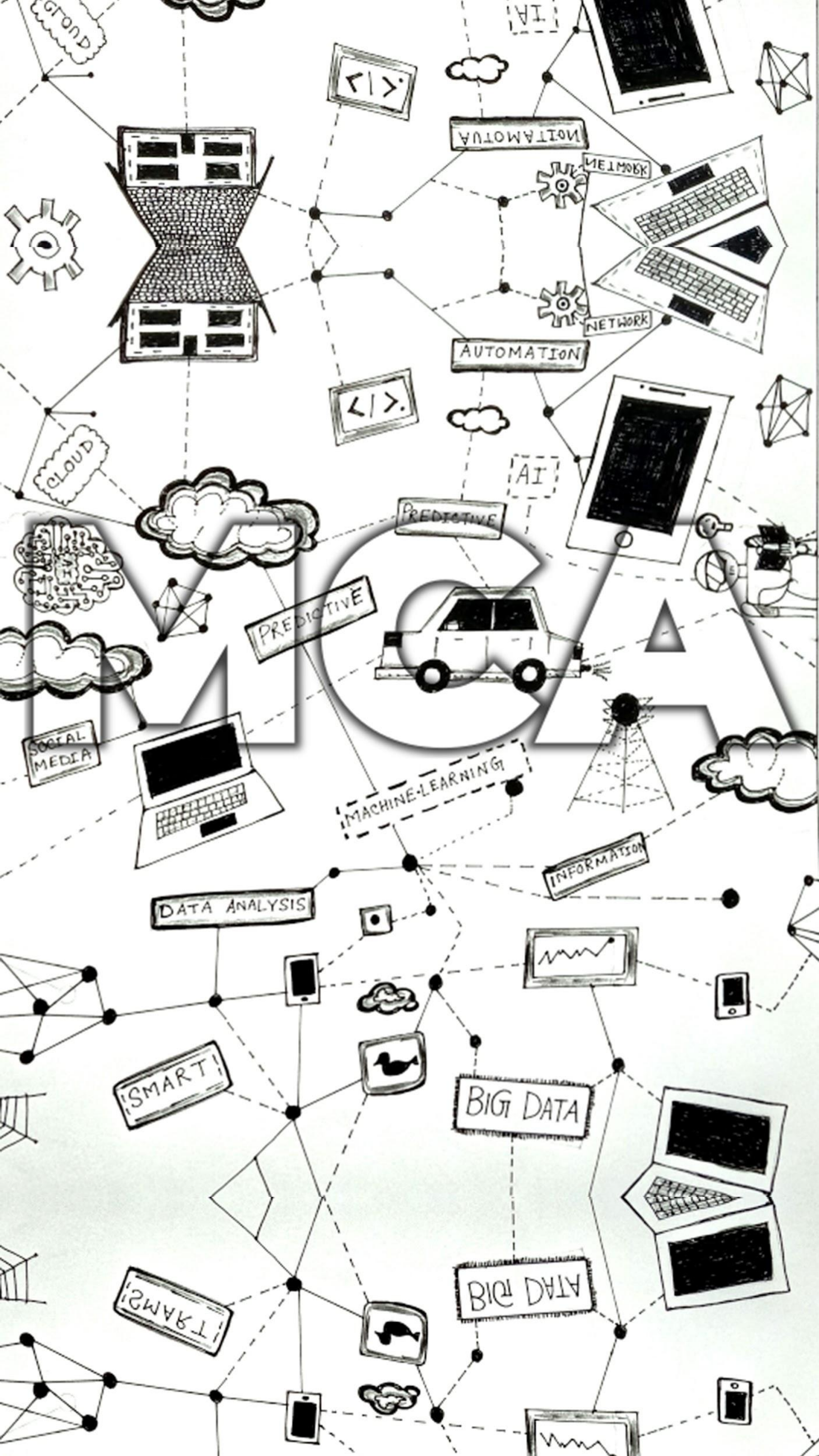
AUTOMATION
NETWORK
NETWORK
AUTOMATION
CLOUD
AI
PREDICTIVE
MCA
PREDICTIVE
SOCIAL MEDIA
MACHINE-LEARNING
INFORMATION
DATA ANALYSIS
SMART
BIG DATA

CONTENTS

1. Message from HOD's Desk
2. Message from Team Resonance
3. Prose
4. Poetry
5. Arts & Crafts
6. Photography
7. Meet Team Resonance

Message From HOD's Desk

"The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled", said Plutarch. Resonance, our departmental magazine kindles the imagination of our learners. It unleashes a wide spectrum of creative skills ranging from writing to painting to clicking to editing and even in designing the magazine. I wish Resonance will eventually act as a mouthpiece of the department and the actual resonance of the magazine will be realized only when it caters to the professional and cultural needs of the students. I congratulate the students and staff members of the department who used various mediums of expression to present their ideas. As long as our ideas are expressed and thoughts kindled we can be sure of learning, as everything begins with an idea. My sincere gratitude goes to the editorial team for their hard work and dedication that has resulted in publication of this issue of Resonance.

Reading is dreaming with open eyes... Happy Reading!

Dr. Souvik Basu
Head,
Department of Computer Applications
HIT Kolkata

Message from Team Resonance

"Alpha waves in the human brain are between 6 and 8 hertz. The wave frequency of the human cavity resonates between 6 and 8 hertz. All biological systems operate in the same frequency range. The human brain's alpha waves function in this range and the electrical resonance of the earth is between 6 and 8 hertz. Thus, our entire biological system - the brain and the earth itself - work on the same frequencies. If we can control that resonate system electronically, we can directly control the entire mental system of humankind."

--- Nicola Tesla (10 July 1856 – 7 January 1943)

Since time immemorial, our species is striving hard not only to get attuned to the forces governing every facet of nature but also to harness them, which in turn fuels the glide of civilization. Mankind should exist in harmony with the primordial forces but the history of the past two centuries suggests that we have gone astray from that inherent harmony. As a result, our Mother Earth has lost numerous plant and animal species. Moreover, we have atomic and biological disasters which can be attributed as the prelude of the present pandemic.

The new normal traits of existence demands the harmony which we once had with Mother Nature to be revived for the sake of all life-forms on Earth. With the help of Science and Technology we should reorient the wheels of progress in order to bring back the balance that could remake the Third Planet in the Solar System a Hospitable Nest for all. Not only science, but the overall VIBGYOR of culture is essential to human existence just as Oxygen is necessary for almost every living being. We seek solace in a poem, an enchanting melody or a story that may tell our own existential traits in a metaphorical way.

Team Resonance on behalf of The Department of Computer Applications, Heritage Institute of Technology have tried to portray these multi-colour facets which are inherent to us. Members of Faculty and Staff and the Students of our department have tried to showcase their innermost resonance in this present endeavour.

Readers' comments and suggestions are eagerly solicited.

Prose

তৃণসম

"…. নিরীহ, নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর নির্দয় শাস্তিবিধানের এই অকারণ কাঠিন্য দেখিয়া তাহার বীভৎসতায় শিহরিয়া উঠিয়াছি। আর যেই প্রকারে তাহা সংঘটিত হইয়াছে তাহার অনুরূপ কোন ঘটনার নজির সুপ্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাসের মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া বিশ্বের কোন সভ্য রাষ্ট্রে নাই …."

ভেসে আসা শব্দগুলো আবার চলে গেল কোন দূর অজানায় পাড়ি দিয়ে। শব্দগুলোর মধ্যে থেকে একটা হাল্কা কমলা শিখা দেখা যাচ্ছিল যেন। কিছুদিন ধরেই এমন হচ্ছে। ভোরের পাখী জাগারও আগে আধো ঘুমঘোরে ওই শব্দগুলো এসে ওকে দেখা দিয়ে যাচ্ছে যার মানে অজানা কৃষ্ণেন্দুর কাছে। এই কদিন কাজের চাপটাও পড়েছে খুব বেশী। বাঁশবেড়িয়ার নতুন প্ল্যান্ট তৈরী হচ্ছে। ব্লু প্রিন্টগুলো জমে জমে টেবিলে এক পাহাড়প্রমাণ স্তুপ তৈরী হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। তারপর একগাদা ফাইল বারবার করে পড়ে দেখা। চিফ প্রোডাকশান ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সেটার দায় এড়ানো সম্ভব নয়। আর একদিন পর নতুন বছর আসছে। ১৯৮৬ সাল, ক্যালেন্ডারের হিসেবে ফুরোবে পুরোনো সব লেনদেন। সবাই এই সময়টায় তাদের প্রাপ্য আনন্দগুলো সারে। কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর এই ১৯৮৫ কে বিদায় জানানো ফাইলের অনন্ত ডেটার অমিত্রাক্ষরে। জানা নেই যে অতসীর রাগ এখন কোন ডরম্যান্ট ভিস্যুভিয়াসের ঘুম ভাঙাচ্ছে। এই কদিন তো বাড়ি ফেরা হয়েছে মধ্যরাতে আর তারপরেই কিছু একটা খেয়ে নিয়ে বা সোজা ভাষায় গিলে সোজা নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হওয়া, ক্লান্তির সুর্মা লাগানো চোখে ওই দেবীর সহায়তাও বিশেষ লাগে নি। গত তিন সপ্তাহে অতসীর সঙ্গে সম্পর্কটা প্রায় সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। প্রতিদিনের যাপনচিত্রের মধ্যে ক্রাইসিস না হলে শব্দ ব্যবহার করার সময়টাও খরচ করা এখন বিলাসিতা কৃষ্ণেন্দুর কাছে। আক্ষরিকভাবেই যেন ডেটার পাহাড়ের ওপর একটা অস্থায়ী বাসা বানিয়ে সেখানে নির্বাসিতের জীবন কাটাচ্ছে কৃষ্ণেন্দু। ধীরে ধীরে চুড়োর ওঠা অনন্ত ফিজিবিলিটি অ্যানালিসিস এর মইতে ভর করে। এদিকে এই সংখ্যাতত্ব মন্থনের মাঝে মাঝেই উইকলি মিটিং-এ হতচ্ছাড়া 'কস্ট কাটিং' মন্ত্র জপে যাওয়া হায়ার ম্যানেজমেন্টের। এই সময়গুলোতে কৃষ্ণেন্দুর মনে পড়ে যায় শিবপুরে থার্ড ইয়ারে বিভূতিবাবুর 'সেফটি অ্যান্ড কেমিক্যাল প্রসেস কন্ট্রোল' এর ক্লাসগুলো। "মানুষের জীবন কিন্তু যেকোন কেজো কস্ট অ্যানালিসিস এর আওতার বাইরে। কোনভাবেই তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া যাবে না কোনো বাজারের পাটিগণিতের জন্য।" এককালের নকশাল ওই অসামান্য শিক্ষকের কথাগুলোর ভেতরে একটা আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে ছিল। কম বয়সের এই সাফল্যের সাথে সাথে জীবনের পুঁজিতে যে হ্যাজার্ডগুলো জড়ো হয়েছে তার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আজ সেই লাভা স্রোতের উত্তাপ ভালোমতো টের পায় কৃষ্ণেন্দু। আর এই উত্তাপের ঠিক উল্টো দিকেই আছে শৈত্য। অতসীর সাথে প্রতিদিনের জীবনের!!

আর একজন ঠিক বুঝত ওকে, যার অভাব এই সময় সবচেয়ে বেশী টের পাচ্ছে কৃষ্ণেন্দু। দাদুর আদর্শ ওঁর জীবনে একটা গভীর রেখা এঁকে গেছে চিরদিনের জন্য। যেন ভ্যান গখের ওই ছুরি দিয়ে আঁকা ছবিগুলোর কন্ট্যুর লাইন আর স্ট্রোকগুলো। নদীয়ার বীরনগরের নবীনচন্দ্র স্মৃতি বিদ্যানিকেতনের সেকেন্ড মাস্টার ওই মানুষটা চিরজীবন কাটিয়ে গেলেন তাঁর গুরুর আদর্শ সম্বল করে অনুব্জ শিরদাঁড়ায়। কৃষ্ণেন্দুর দু বছর বয়সে এক অ্যাকসিডেন্টে মা বাবার মৃত্যুর ফলে জনক – জননীর মুখের আদলগুলো কোনভাবেই ওর আসে না মনে। তারপর দশ বছর বয়সে ঠাকুমাও চলে গেলেন। তাই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সব সিঁড়িগুলোর ধাপ জুড়েই আছে ঠাকুর্দা শ্রী মাধবেন্দু হালদারের সাথে একটু একটু করে জীবনের পথে পা বাড়ানোর গল্প। দাদু ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রথম দিককার আশ্রমিক। তখন নাকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়টা সবে শেষ হয়েছে। ছাতিমতলা, কোপাই জুড়ে ওঁর ছেলেবেলার অযুত নিযুত সুখস্মৃতিগুলো দিয়ে নাতির মানসচোখ রাঙিয়ে দিয়েছিলেন বীরনগর ইস্কুলের ইংরেজীর এই শিক্ষক। বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেনের মতো মানুষদের গুরু হিসেবে পাওয়া জীবনের সঞ্চয়ের ঝুলিতে ছিল একটা গভীর প্রাপ্তি। দীনুদার গানের বৈতালিক, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ উৎসবে সবার সাথে মেতে ওঠা গানে। ছিল শান্তিনিকেতন 'আমাদের সব হতে আপন'। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে ছাপিয়ে ছিলেন একজন। গুরুদেবের ক্লাস নেয়ার ভঙ্গিটাও ছিল সবার থেকে আলাদা। কীটসের 'ওড টু অটম্' গুরুদেবের ব্যাখ্যায় যেন জীবন্ত হয়ে তার পুষ্পে পর্ণে রাঙিয়ে তুলতো ওই ছাতিমতলা। 'ক্লোস বুজম ফ্রেন্ড অফ্ দ্য ম্যাচিওরিং সান' এই শব্দগুলোর ভেতরে একশো বছর আগের সেই ভাগ্যহত কবির আঁকা ছবিটা জীবন্ত করে তুলতেন গুরুদেব তাঁর প্রতিভাষ্যে। ওদের কৈশোরের নরম মাটিগুলোকে নিয়ে জীবনের আদল গড়েপিটে নিতেন তিনি। ওই সবটুকু সঞ্চয়ের ভাঁড়ার উজাড় করে নিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু ওর দাদুর কাছ থেকে। তবু জীবনের নাটকের পালাবদল হয়। তাতে নানা রসের খেলা চলে। অজানা, অনামী সেই পালাকার যেমন কর্মজীবনের এই কেঠো দ্বন্দ্বগুলো নিয়ে এখন পালা গেঁথে চলেছে ওর জীবন জুড়ে।

'বুঝত, এই সময় দাদু ঠিক বুঝতে পারত আমায়' --- মাঝে মাঝে যেন চীৎকার করে বলতে চায় ও। গত মাস থেকেই এই অস্থিরতা টের পাচ্ছে ভেতর থেকে। ব্লু প্রিন্ট থেকে বারবার পয়েন্ট ১৩ আর ১৪ র পাইপের অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চেয়েছিল কৃষ্ণেন্দু সেই কন্সেপশনের দিন থেকেই। এমনকি সাম্মানিক সদস্য হিসেবে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্স মিটিং এও তোলার চেষ্টা করেছে বিষয়টা। তাছাড়া এই মানের অ্যালয় ব্যবহার করলে অ্যামোনিয়া আর ক্লোরিন ফিউম লিক্ করার সমূহ চান্স। করোসিভ, ইনফ্লেমেটরি হওয়ায় ঝুঁকিগুলো রয়েই যাচ্ছে। সেটা সত্যি হলে আশেপাশের মানুষজনের একটা বড়ো বিপদ। তীব্র বিষবাতাস!! গভীরভাবে শরীরের মধ্যে টেনে নিলে বিপদের অবধি থাকবে না। আর প্ল্যান্টের ওই চিহ্নিত দিকটার পেছনেই গ্রুপ ডি ওয়ার্কম্যানদের ঝুপড়িগুলো, 'কোয়াটার্স' এই আলঙ্কারিক তকমাতেও যার দৈন্য ঢাকে না কিছুতেই।

'স্যার প্রাইম হ্যাজার্ড প্রিকশনগুলো নিয়ে তো আপোস করা উচিৎ নয় কোনমতেই।' ওর বস মিঃ বাগচীর কাছে বারবার এই প্রশ্ন তুলেও কোন লাভ হয় নি।

'ইয়ং ম্যান, সাইন্সকে প্র্যাগমাটিজমের আলোয় একটু দেখার অভ্যেস করো। তোমার ব্রাইট ফিউচার এইভাবে ইম্পালসিভ হয়ে নষ্ট কোরো না। আর ইন্ডিয়ান কার্বনের লাস্ট সেলস্ রিপোর্ট দেখো মন দিয়ে, বুঝতে পারবে টপ ম্যানেজমেন্ট কেন বাঁশবেড়িয়ার এই প্রজেক্টটা নিয়ে একটা লেভারেজ বুস্ট আনতে চাইছে। কম্পিটিশন ডিয়ার চ্যাপ, কাটথ্রোট রুথলেস কম্পিটিশন, কোন আবেগের স্থান নেই। আর ... ওই আবেগগুলো যারা প্রশ্রয় দেয় তাদের জন্যেও কোন ঠাঁই নেই এখানে।' এই শেষের কথাগুলো একটা নির্দয় শীতলতার সাথে বলা, প্রায় জিরো কেলভিন ছুঁই ছুঁই। প্র্যাগমাটিজমই বটে ... কোম্পানী পলিসির যে 'কম্পিটিটিভ' ঔচিত্যবোধে সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলা হয়ে যায় 'আবেগকে প্রশ্রয় দেয়া'। আর গরীব মানুষ শব্দটাই তো এই সভ্যতার আলঙ্কারিক বাহুল্য। গরীবরা যে আদৌ মানুষ নয় সেটা বোঝাতেই ঠুনকো সাফিক্সটা জুড়ে দেয়া আলস্যে। বড়ো জ্বালা এই সময়টা জুড়ে। কৃষ্ণেন্দুর মনে পড়ে যায় দাদুর কথাগুলো ... "তব ঘৃণা তারে যেন ... জানিস এটা কথার কথা নয় । গুরুদেব নিজের জীবনে বারে বারে করে দেখিয়েছিলেন। সেবার খুব শোরগোল চারিদিকে আমরা তখন আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেছি কয়েক বছর হয়ে গেছে। কলকাতায় এম . এ. পড়ছি, সুনীতিবাবুর ক্লাস করি। লাহোর জেলে যতীন দাস তেষট্টি দিন অনশন করে মারা গেছিলেন। তেষট্টি দিন ভাবতে পারিস। ছোটবেলায় খিদের জ্বালা কি জিনিস তা আমরা সত্যিকারের অভুক্ত পাকস্থলীর যন্ত্রণায় বুঝেছি। কিন্তু, তেষট্টি দিন!! আমরা সেই সময় খুব আনন্দে ছিলাম এই শুনে যে গুরুদেব প্রেসিডেন্সীতে তার দলবল নিয়ে আসছেন তপতীর অভিনয় করাবেন বলে। শান্তিদেবের কাছ থেকে পরে শুনেছিলাম যে লাহোরের খবরটা আসার পর থেকে গুরুদেব অস্থির হয়ে গেছিলেন। আশ্রমে মহড়াগুলো আর যেন প্রাণ পাচ্ছিল না। একটা জ্বালাপোড়া ওঁর শরীর জুড়ে। শেষে এক দিন কলম থেকে বেরোল, 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ ...' । লেখাটার মধ্যে দিয়ে আমাদের মধ্যে একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিলেন গুরুদেব। 'মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উত্সাহ' ... কি সেই প্রাণের আলো, যা আসলে এই জীবনের অমৃত, যার জন্য মৃত্যুকেও তুচ্ছ করা যায় । এই ছিল রে আমাদের গুরু।" কৃষ্ণেন্দুর স্মৃতি ওকে জানান দিয়ে যায় যে দাদুও এই আলোর পথে চলেছিলেন সারাজীবন। ওর সাফল্যের সবটুকুই দাদুর দেখানো পথে হেঁটে যাওয়ার ফল। 'দাদু আজ এই পেছলানো পথের সামনে দাঁড়িয়ে আমি খুব অসহায়!! এই অন্ধজনে আলো এনে দাও তুমি।' ভেতর ঘরের একটা নিষ্ফল আক্রোশ টের পায় কৃষ্ণেন্দু।

ভঙ্গুর চীনামাটির ফুলদানির মতো স্বপ্নটা ভেঙে গেল। রাত ৪ টে। পাশে অতসীকে দেখে ওর জন্যেও মায়া হয় কৃষ্ণেন্দুর। বেচারী কতো বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে কে জানে!! বিয়ের পর মাত্র আট মাস কেটেছে। ব্রাইট পাত্র তাই তিনকুলে কেউ না থাকাটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি প্রোগ্রেসিভ শ্বশুর – শাশুড়ির কাছে। আর সত্যি ওর রেজাল্টের সাংখ্যিক কৌলীন্যের ওপর ভর করে এই তিরিশেই এতো বড়ো চাকরি, দায়িত্বশীল পদ সবকিছুই সমাজের উঁচু মহলের কৈবল্য প্রাপ্তির সহজ সমীকরণগুলোর রুট। সবাই যা জানে না, তা হল এই এতো সাজানো আলোর ফাঁকে কোথাও কোথাও কাঁটা বিঁধে থাকে। সে কাঁটা অসমীকরণের, সবাই যার আঘাত পায় না। কিন্তু বিবেক বলে একটা ভেতরের ঘড়ি টিকটিক করে ঠিক ভুল জানান দিয়ে চলে কাউকে কাউকে।

রবীন্দ্রনাথের ছাত্র মাধবেন্দু হালদারের নাতি আজ সেই ভেতর ঘরের আলোড়নেই চঞ্চল। আচ্ছা দাদু থাকলে এই সময়ে কি বলতো ... কোন পথে চলতে বলতো? সবাই তো দেখছে তড়তড় করে সিঁড়ির ধাপ উঠে চলা ... মাঝপথের এই ধন্দগুলো কি সত্যিই বোকামী? নাহ্! ভেতরের এই বদ্ধ ভেপারের চাপ আর নেয়া যাচ্ছে না। টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় জীবন ধারণের সেফটি ভাল্ব যেন ফেটে পড়তে চাইছে এবার। কৃষ্ণেন্দু এই উইকএন্ডটার জন্য ছুটির জন্য দরখাস্ত করল, রিজন সাডেন সীকনেস ডিউ টু ফ্যাটিগ। গত আটত্রিশ দিনের একদিনও বিরতি নেয়নি ও। কোম্পানীও তার এই মহার্ঘ্য মানব সম্পদকে হারাতে চায় না তাই ছুটি মিলল সহজেই। বাড়ি গিয়ে অতসীকে একেবারে চমকে দিতে হবে। সব প্ল্যান করে ফেলেছে এরমধ্যে বিশুকে ধরে। বিশুর পৈতৃক বাড়ি ম্যাকলাস্কিগঞ্জে যা প্রায় খালিই পড়ে থাকে সারাবছর। অনেকবার বিশু বলেছিল ওদের সেখানে যেতে, এমনকি টাইম ম্যানেজ হলে একসাথেই দুই পরিবারের যাওয়া হয়ে যেতে পারে। বিহারী এক দারোয়ান আর একজন কেয়ারটেকার ভরসা!! তা তাদের ট্রাঙ্ককল করে দেয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। সবকিছু তাড়াহুড়োর মধ্যে করতে গিয়ে অতসীকে আর বলা হয়নি। দরজা বন্ধ, তিনবারের কলিং বেল বাজানোর পর অতসীর বদলে রঘু এসে দরজা খোলায় আচম্বিতে একটু অবাকই হয়ে গেছিল ও। যাইহোক, রঘুর কাছ থেকেই জানতে পারা যে অতসীর বাড়িতে ওর বাবার ‘থ্রো করা’ এক পার্টিতে গেছে সে। ‘সময় পেলে’ নাকি কৃষ্ণেন্দুকেও যেতে বলা হয়েছে। এই জমায়েতগুলো প্রথম দিকে যে ভালো লাগত না তা হয়তো পুরো সত্যি নয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই পার্টিগুলোয় ঝলসানো, পিছলে পড়া আলো আর চারিদিকের কৃত্রিম, মাপা হাসিগুলো দাঁত ভেংচাতে থাকে ওকে। আজ কোনভাবেই ওখানে যাওয়া যাবে না। রঘুকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়তে গেল কৃষ্ণেন্দু। কিচ্ছু খাবার প্রবৃত্তি নেই আজ। কাল সকালের ট্রেন, কিন্তু আদৌ যাওয়া হবে কিনা জানা নেই। সিসিফাসের মতো বারবার বিবেক দংশনের পাথরগুলো ঠেলে চলেছে যেন অজানা পাহাড়ের চুড়োর দিকে। রাতের দিকে যে যন্ত্রনাটা আরো তীব্র আকার নেয়। কই সেই অনেক চাওয়ার ঘুম!!

“ ... এই কারণগুলি আমাকে দুঃখজনকভাবে এবং অনুতাপের সহিত বাধ্য করিয়াছে, সরকার বাহাদুরের নিকট অনুরোধ করিয়া আমায় নাইটহুডের শিরোনাম হইতে মুক্তি দিবার জন্য ...।”

“বাঃ কি সুন্দর অনুবাদ করেছিস সাধু ভাষায়। আজ ছুটি তোর। জানিস, এটা লেখার আগে আমি নিজে দেখেছি গুরুদেবের অস্থির চাঞ্চল্য। পাঞ্জাবে তখন মার্শাল ল ডেকেছেন ছোটলাট ও ‘ডায়ার সাহেব। বড়োদের মুখে শুনতাম। আমাদের ওদিকে তো খবর বিশেষ আসতো না। তাও জালিয়ানাবাগের এই খবরটা এল শেষমেশ। আর আসার পর থেকে ওঁর মতো সেটার যন্ত্রণা অন্তর দিয়ে কাউকে পেতে দেখিনি। আমাদের একদিন বললেন যে, --- শিল্পের সত্যি আর জীবনের সত্যি মেলে না রে। যদি মেলাতে পারিস, তাহলে তোর মতো আনন্দ আর কেউ পাবে না জীবনে। তবে কোন আপাত সত্যির জন্যই তোদের ভেতরের ডাককে অবহেলা করিস নি।”

---- ঠিক একটা প্যানাভিশন সিনেমা চললে যা হয়!! কৃষ্ণেন্দুর বোজা চোখের পাতাগুলোর ভেতরে একটা অস্থিরতা। দাদু সাথে কাটানো শীতের ছুটিগুলোর একটা টাইম ওয়ার্প চলছে যেন, স্বপ্নের পর্দায়।

“ ... তখন ভাবতে পারবি না কতোটা সৎসাহস দেখিয়ে উনি চিঠিটা লিখেছিলেন যা সেই সময়ের অনেক নেতাই করতে পারেন নি। ‘আমার গুরুর পায়ের তলে শুধুই কি রে মানিক জ্বলে, চরণে তার লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা’রে। সেই গুরুকেই আঁকড়ে ধরে আছি বাবা। মনে রাখবি যতোই আঘাত আসুক না বাইরের, শেষে ‘দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত’। তোর ভেতরের যে খাঁটি সোনা মনের মানুষটা লুকিয়ে আছে তার ডাক কখনও অবহেলা করবি না।”

ভোর হয়ে এসেছে। কালো আকাশটা কেটে গিয়ে একটা নতুন দিনের আলো। ওর স্বপ্নের মতোই স্পষ্ট আর উজ্জ্বল যার মানে আর অজানা নয় কৃষ্ণেন্দুর কাছে। আজ তার অ্যাটাচিতে দুটো রিপোর্ট। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর গত তিন ঘন্টা ধরে লেখা। না, রেজিগনেশনের চিঠিটা পাঠানোর আগেই অন্যটা পাঠিয়ে দেয়া হবে সদ্য গঠিত মিনিস্ট্রি অফ্ এনভার্ণমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট কে। জালিয়ানয়ালাবাগের সাত দশক বাদে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঁচার লড়াইটা এভাবেই শিখে নিতে হয়েছে কৃষ্ণেন্দুদের।

- সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায় (Assistant Professor)

Masquerade

"Shush! Do what you are told to Ryan." It has been 3 years now; Ryan has been given the job of cleaning the backyard for two days straight. This 10-year-old kid is tired of the mundane task given to him. Steyn, Ryan's friend, was the luckiest as always to have been given the kitchen duty. The food at the orphanage is cooked by Mama Sofi, Ryan's favourite person. Steyn, out of sheer excitement injured himself. He started to bleed. Mama Sofi was quick to react and applied bandages to the cut. Ryan had an obsession with blood; he could smell it from distance. Ryan rushed to the kitchen. He tilted his head and smiled at Steyn.

It was 9 pm, dinner time for orphans. The only time Ryan does not miss his mother is when he is eating. Ryan lost his mother while he was young. Ryan was a silent but intelligent kid. He was Portuguese by origin. The only thing which frightened Ryan was his dreams. The dreams he had during sleep. Dreams which were not real, but were his unconscious next move.

The next day, while cleaning the backyard he found a secret pathway to a beautiful forest. Ryan was a real "being." His eyes lit up when he saw a shiny chain beside a tree. He pulled the chain with immense strength but failed in his attempt. Ryan started digging for the chain.

He found a hand with a mark the same as his "a slanted Q." It was strange, this was the dream he had last night. Ryan was happy, he found his step-father.

Ryan pulled out his stepfather. He found a hand with a mark the same as his "a slanted Q." Ryan slept beside his dad for hours. Ryan woke up and screamed "a register." Ryan called Steyn and said he wanted to see a register of the orphanage. Ryan, during his duty hours, saw a visitor. He followed him and saw him sign on the visitor's register. Ryan sneaked in and saw a registered name PRISON RCR.

He opened it and found his name on it. The register of Prison records said Ryan Kenia 30 years of age. Crime - the murder of Stepfather and Mother. Younger Brother of Steyn Kenia. Mother –Sofia Kenia.

Everything was falling into place now.

Ryan was older than he thinks he is. He is scared of nightmares since he was asleep when his parents were killed. He last had a conversation with his Mother Sofi at the dinner table at 9 pm 10 years back. The same timing of dinner at prison current year.
The prison backyard and forest the same as his house's backyard and the nearby forest in which the bodies were buried with the help of his brother. While cleaning the pieces of evidence, he forgot his chain at the crime scene.
“A nightmare with drops of blood, the backyard, the forest, the mark, the knife and Steyn with the stain” was the statement he gave when he was caught.

-Angad Raj Singh,1st year

Kolkata For An Outsider Student

The day one reaches Kolkata for studies the first thing that comes to their mind is to complete their degree, get a job and leave Kolkata as soon as they can. After sometimes when they start spending their time and make new friends they gradually fall in love with Kolkata. They enjoy their cup of tea with friends and also they realises that Hindi in Kolkata is like sugar in tea...when they hear Hindi from the Bengalis in their own accent they simply fall in love again...They realize that 'mishti' is not only in their plate but words too. One can leave Kolkata but Kolkata never leaves a person...they learn new words like 'tada-tadi' 'fata-fati'. when Kolkata comes to our mind the first thing that comes straight in is the food... In Kolkata joy can be found in every corner of streets which makes the 'city of joy' more joyful...they meet friendly teachers and spend their valuable 3-4 years with them learning new things and new ideas... Kolkata teaches us the value of 1 rupee and also teaches that only money can't buy us happiness in life. Kolkata is 'bhalobasha' and there is no place for doubt in it.

-Saurav kumar jha, 1st year

Bliss of Solitude

সকাল থেকে তাদের ক্লাস শুরু হয়..... ছোটো ছোটো গ্রাম থেকে বইখাতা ভর্তি ব্যাগটা নিয়ে গ্রামের পথ ধরে অনেকটা হেঁটে আসতে হয়.. কেডস পরা পাগুলো তাই জোরে জোরে হাঁটা দেয়.....
ইস্কুলঘন্টা পড়ার পর ক্লাস শুরু। এক এক করে স্যারেরা আসতে থাকেন, সাথে সাথে আসতে থাকে ইংরাজি- ইতিহাস- ভূগোল- বিজ্ঞান- অঙ্করাও.... অমনি খাতা- পেন- পেনসিলের ডিউটিটা শুরু।

পাহাড়টা সব দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে.. কোন ক্লাসে কে দুষ্টুমি করছে, কে রোজ টিফিন চুরি করে খায়, কোন স্যার কি পড়ায়, এইসব তার জানা। ক্লাস এইট বি তে যেই না সিনহা স্যার ক্লাস নিতে আসেন, আর এসেই একবার করে রোল নাম্বার ফর্টিকে " অ্যাই বল তো! In the poem 'Daffodils', what is the 'bliss of solitude' referred to ? " ধরে বসেন, অমনি সে একটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে মুখটা এমন করে, যে তা দেখে পাহাড়টা হেসে ফেলে......
রুমের বাইরে কানধরা নিম্মাকে দেখে সে ভেংচি কেটে বলে, " এমা !!!! তোকে শাস্তি দিয়েছে !! "

নিম্মা মুখটা কাঁদো কাঁদো করে ফেলে।
পাহাড়টার বোধহয় একটু মায়া হয় ওর উপর , ওকে বলে, " কিরে ! রোজ তোকে একই কোশ্চেন ধরে আর তুই বলতে পারিস না ! কেন যে পড়ে আসিস না.. দেখলি তো , এখন গোটা ক্লাসটা তোকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যে !"
নিম্মা বলে ওঠে, " কি করি, ওর মানেটা স্যার বলেছিল লিখে আনতে। পড়া ধরবে। আমি তো ইনার মিনিংটা বুঝিইনি..... স্যারকে বলতে ভয় করে যে ! "
পাহাড়টা হেসে ফেলে , " ধুর বোকা ! আগে বলবি তো ! আয় আমি তোকে বুঝিয়ে দিই। "

" তুমি বোঝাবে !!!!!!! " নিম্মা অবাক হয়ে চোখ তোলে , তাকিয়ে দেখে , কুয়াশায় ঢাকা হলদে সাদা ইস্কুলবাড়িটার গায়ে মিঠে রোদ এসে পড়েছে , করিডোর থেকে উঁকি মারা আকাশটাও কেমন নীলচে নরম আলোয় ঢেকে গেল , ইস্কুলবাড়ির গা ঘেঁষে থাকা পাহাড়টাও ফিকফিক করে হাসছে , কোত্থেথকে একটা সবুজ শালও এনে জড়িয়েছে , এতক্ষণ ওর পড়শি পাহাড়েরা কুয়াশা মেখে ঘুমিয়েছিল , ওদেরও ঘুম ভেঙেছে , ওরা কেমন নীল রং মেখে আকাশের সাথে মিশে যাচ্ছে , ওইইইই দূরে ! এর শেষ কোথায় , মন দিয়ে খুঁজছে নিম্মা , বারবার করে খুঁজছে ও ! ইস্কুলের চ্যাঁচামেচির মধ্যেও ওদের এই চুপ করে থাকার শব্দটা শুনতে পাচ্ছে সে।
দেখতে দেখতে কেমন ঝিম ধরে এল নিম্মার ..

শাস্তি পাওয়া পায়ের ব্যথাটাও সে ভুলে গেছে নিজের অজান্তেই .. তার চোখ আটকে গেছে ওই ঘননীলের ভিতর , ওই পাহাড়দের নিঃশব্দতায় , আর ওই আদরমাখা সকালের আলতো রোদে ..

এই তো সেই bliss of solitude ! নিম্মা চমকে ওঠে , মুখ ঘুরিয়ে সে ক্লাসরুমের দিকে তাকায় , উত্তরটা বলতে তার ইচ্ছে হয় খুব , তবে নিজের মতো করে । নাম্বার পাওয়ার মতো উত্তর সে জানে না ।

খুব আফশোস হয় তার , এ উত্তর দিলে স্যার পরীক্ষায় নাম্বার দেবেন না কিছুতেই , তবু এটাই লেখার কি যেন একটা অদম্য ইচ্ছে তৈরী হচ্ছে তার মনের মধ্যে , কি করে তা বোঝাবে সে ....

ইস্ !!!!!!!! সে যেটা জানে , স্যারকে যদি সেই মানেটা একবার বোঝাতে পারত !!!

ছবিটি ২০১৮ সালে তোলা লাভা মনাস্ট্রির গায়ে লাগোয়া স্কুলবাড়ির ছবি ।

-Chandralekha Karmakar, 2nd year

Do good to feel good

Swami Vivekananda was then touring Europe, a French woman asked him, "well what do you mean by the religion, you are talking about?"

Then Swamiji said to the French woman, "I am telling you a story that I heard from my guru Sri Ramakrishna to explain what I mean by religion".

"What's that story?" the woman asked.

Swami Vivekananda then said, "There are clouds in the sky. There are black clouds all over the sky. Cloud means tiny water droplets, a cloud is formed with countless billions of water droplets. There are countless water droplets. one of them had the only wish in the life that if he could quench the thirst of a thirsty dust with his short life, then his life could be successful. This was the only wish of that water droplet. Then one day when that cloud rained and fell, then that water drop went to the chest of an ocean.
The water droplets fell into the ocean, merged into the abyss of the ocean, then he sighed and cried out, saying, "O God, my life has become false, my life has no meaning, this little life has merged into this ocean".

His cry reached God's ears. Then once again the water evaporated into the sky, the water droplets took refuge in the clouds again. The only wish of that water drop is still that "if I can quench the thirst of a thirsty dust with this short life of mine, then my life is blessed,my life would be meaningful ".That cry of that water drop, that wish was fulfilled by almighty this time.

This time when the cloud melted in the rain, the water droplet fell and fell in the heart of a desert. The desert that had been waiting for water for a long time with thirst, the water droplet fell into the desert, Akantha-thirsty desert absorbed the water droplet in one go and survived. When the water droplet quenched the thirst of a dust particle, he breathed a sigh of satisfaction and said, "now my life is successful, I have been able to quench the thirst of a thirsty dust particle."

Saying this, Swami Vivekananda said to the French woman, this is our religion.
Trivial little us, tiny life span. What is the value of a human life? If we can satisfy the hunger of a hungry person or of an animal by living this trivial life, if we can remove the curse of illiteracy from an illiterate life by this nameless life, if we can alleviate the heartbreak of a man in our small trivial life, if we can give him joy, or anything welfare for our world then we think our life is successful, our religion is successful.
This is the religion of Swami Vivekananda and no degree is required to hold this religion because if the degrees that do not open the eyes of knowledge, do not awaken the conscience then it would be only a meaningless understanding.
so we need to follow a compassionate religion only then human and religion would coexist and thrive together.

-Megha pal,1st year

প্রিয়জন

এবারের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় নাম দেবে না ঠিক করলো বিতান, কি বাজে একটা বিষয় কি লিখবে এমনি একটা বিষয় নিয়ে,অথছ অন্যবার কতভাল ভালো টপিক থাকে কোনোবার বিজ্ঞান তো কোনোবার পরিবেশ লাইব্রেরি গিয়ে পরলেই লেখা হয়ে যাই আর প্রতিবার প্রাইজও জেতে বিতান তাই একেবারে ছেড়েও দিতে পারছেনা আবার কি লিখবে বুঝতেও পারছে না।

আসলে হয়কি প্রতিবছর বিতানদের স্কুলে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয় সব শিক্ষকেরা মিলে টপিক ঠিক করে দেয় তারপর আগ্রহী ছেলে মেয়েরা লিখে জমা দেয় আর যাদের প্রবন্ধ নির্বাচিত হয় সে সবার সামনে তার লেখা পরে শোনায়।

লেখালিখির ব্যাপারে সে এমনিতেই আগ্রহী বেশ ভালো লাগে নতুন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে লিখতে কিন্তু এবারের বিষয় হচ্ছে “প্রিয় বাবা” সেটা তো আর বই পড়ে জানা যাবেনা তাছাড়া যে মানুষটাকে সে গততিন বছর ঘেন্না করে এসেছে আজকে সেই মানুষটার কথা কি লিখবে? দুঃখ ছাড়া কি দিয়েছে ওই মানুষটা তার জীবনে? মাকে কেড়ে নিয়েছে, আবার রোজ জোর করে করে কথা বলতে আসে বিতানের একদমই ইচ্ছা করে না কথা বলতে অথচ দ্যাখো অর্কর ব্যাবসায়ী বাবা যখন সুট-বুট পরে গাড়ি থেকে নামে কি সুন্দর করে হাসে কেমন যেন একটা শ্রদ্ধার ভাব আসে। অর্ক হচ্ছে বিতানের সব থেকে প্রিয় বন্ধু, কখনো কখনো হিংসা হয় অর্ককে ভগবান ওকে সবকিছু দিয়েছে তারপর অর্কর হাসি মুখটা দেখলেই সব ঠিক হয়ে যায়।

টিফিনের সময় অর্কই বিতানের পাশে এসে বসলো,ভাই লেখা হয়েগেছে? মাথা নাড়ল বিতান,নারে এবার ভাবছি নাম দেব না।

-কেন? অর্কর প্রশ্নে একটু চুপ থেকে বিতান বলে –আসলে কি লিখবো বুঝতে পারছিনা।

-কেন? যা সত্যি তাই লেখ তোর বাবা তোকে কত ভালবাসে সেটাই লেখ।
-বাবা আমায় ভালবাসে?নারে লোকটার সব নাটক,চুপ করে থাকবে ভেবেও বলে উঠল ফেলল বিতান। –শোন তুই শিক্ষিত,বড়লোক বাবার একমাত্র ছেলে তুই বুঝবি না...কষ্ট তো কক্ষনো পাওনি কি আর বুঝবে।

অর্ক কিচ্ছুক্ষণ চুপ করে থাকে। ফাঁকা ক্লাসরুমটা একবার দেখে নিয়ে অর্ক বলে –কি ভাবিস আমি খুব সুখী? গাড়ি,বাড়ি কোন দুঃখ নেই তাই না তাহলে শোন আমার বাবা যাকে তোরা খুব শিক্ষিত ভদ্রলোক ভাবিস তিনি রোজ রাতে ড্রিঙ্ক করে,মাঝে মাঝে রাতে বাড়ীও ফেরেনা আর ফিরলে মায়ের সাথে ঝামেলা করে মাকে মারে, আর যেদিন খুবই মারে পরদিন দেখি মা বড় হাতা জামা পড়ে থাকে যাতে আমি মারের দাগগুলো দেখতে না পায়।

অথচ জেনে-বুঝেও আমি কিচ্ছুই করতে পারিনা, সেবার তুই ক্লাস সেভেনে যখন তুই ছয় নম্বর বেশি পেয়ে ফার্স্ট হলি তখন কি করেছিল জানিস বাবা? এমনি মেরে ছিল নার্সিংহোমে ভরতি ছিলাম অথচ তোরা জানতি আমি সিঁড়ি থেকে পরে গেছি। আর একবার মা বাবার বন্ধুর বাড়ি যাবেনা বলেছিল তো মাকে ফুলদানি ছুড়ে মেরে কপাল ফাটিয়ে দিয়েছিল আটটা সেলাই পরেছিল।আর ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় বাবার বন্ধুদের সামনে বলে দিয়েছিলাম যে বাবা মাকে মারে তারপর কি হয়েছিল জানিস?ওই রাতে বাবা আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিল সবার সামনে হাসি মুখে কথা বলতেই হবে নাহলে মায়ের বিপদ হবে।সেই দিন থেকে বুঝে গেছিলাম আমি বাবাকে আমার পাশে পাবনা, একই বাড়িতে থেকেও দিনের পর দিন বাবার সাথে কথা হয়না অথচ দেখ সবার সামনে কি হাসি মুখে বাবার সাথে গল্প করতে হয়।আরও এমনি কত ঘটনা আছে। বল বিতান তোর বাবাও কি এমন? এক নিঃশ্বাসে অর্ক কথা গুলো বলে থামল। কিচ্ছু বলল না বিতান,অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মুখোশধারী মানুষের আসল রুপ জানছিল। হঠাৎ অর্ক বলে -কাকুর সাথে সবসময় গরম দেখিয়ে কথা না বলে একটু ঠিক করে কথা বলবি মনে হয় ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। কয়েকবার বিতানের বাড়ি গেছে অর্ক কিন্তু বাবা-ছেলের শীতল সম্পর্ক তাহলে লক্ষ্য করেছে তাহলে।
-তুই কিচ্ছু জানিস না অর্ক আমাদের বাপারে...

বিতানকে থামিয়ে দিয়ে অর্ক বলল,
-নিশ্চয়ই জানিনা কিন্তু স্নেহ,ভালোবাসা এই জিনিস গুলো বুঝি,কাকু মেরেছে কখনো তোকে?কখনো নোংরা ভাষাই গালাগালি দিয়েছে?কথা বলতে গেলে উত্তরই দেয়নি, অপমান করেছে এমনি হয়েছে তোর সঙ্গে? চুপ না করে বল বিতান,হয়েছে? দেখ যতবার তোর বাবার সাথে কথা বলেছি তোর জন্ি চিন্তা করতে দেখেছি তোকে নিয়ে ভাবতে দেখেছি,আর সেটা যে মিথ্যা নয় তুই ভালো করেই জানিস। অনেক দিন পরে বিতানকে কেউ বোঝাল এমনি করে।

টিফিনের পরের ক্লাসগুলোতে বিতানের মনে গত তিনতে বছর ফিরে ফিরে আসছিল, মনে পরে যাচ্ছিল তিনজনে কত মজা করেছে, বাবা কারখানা থেকে ফিরলে মাঝে মাঝেই সাইকেলে করে কাছেই ঘুরতে যাওয়া,রাস্তায় ঘুগনি খাওয়া খুবই,বৃষ্টিতে ভেজা কত মজা করত। এইভাবেই একদিন সাইকেলে করে ফিরছিল তিনজনে মা পিছনে বসেছিল, বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় স্লিপকেটে গেছিল তারপর জ্ঞান ফিরেছিল একদম হাসপাতালে বাবার আর বিতানের তেমন কিছু হইনি শুধু মা ছিটকে মাঝরাস্তাই পরেছিল আর পিছনের লরিটাও চলে এসেছিল মায়ের ওপর। এ ঘটনার পর থেকে কেমন জানি ধারনা হয়েগেছিল বাবাই মাকে মেরে ফেলেছিল। বাবা কেন ঠিক করে সাইকেল চালাইনি? মিথ্যাই দোষারোপ করে গেছিল বাবাকে।

অথচ বাবা কখন থামতি দেয়নি।বাবার সাথে দরকার ছাড়া কথা বলেনা বিতান ঠিক করে,অথচ বাবা প্রতিদিন কারখানা যাবার আগে রান্না করে যাই, ছেলের প্রতিটা ভাললাগার জিনিস দিতে চেষ্টা করত, রোজ রাতে শোবার পর দেখে যাই বিতান ঠিক আছে কিনা মশারি টাঙ্গিয়েছে কি,জল খেয়েছে কি, কারখানা থেকে ফেরার সময় বিতানের জন্য ফার্স্ট-ফুড নিয়ে আসা, রাতে মাঝে মাঝে পুরো তারকারিটাই তার পাতে দিয়ে দেওয়া তখন মনে হত এটা তো বাবাদের কর্তব্য যে মানুষটা শুধু তার জন্য এত করেছে বিতান সেই মানুষটাকে কখনো বুঝতেই পারলো না, নিজের ওপর ঘেন্না করছে, এখন আর বাবা মানে এখন মুখোশধারী মুখটা মনে আসছে না তারবদলে কারখানা থেকে ফেরা ঘেমো মানুষটাকেই নিজের কাছের মানুষ বলে মনে হচ্ছে, ,কখনো মনেও হইনি যে সে ভুল করছে, মা মারা যাবার পর থেকে কি হয়েগেল তার কাছের প্রিয় বাবাকেই সে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছিল মাঝে মাঝে সে এই মানুষটাকে কষ্ট দিয়ে অদ্ভুত আনন্দ পেত। পুরো বিতানটাই যেন পাল্টে গেছিল আজ প্রতিটা ভুল তার বুঝতে পারছে।

স্কুল ছুটির অনেক পরে বাড়িতে ফিরে এল বিতান। কি করবে? ক্ষমা চাইবে বাবার কাছে? এই তো সাতটা বাজতে চলল এখুনি ফিরবে বাবা। কি করবে ও?দরজা খুলে দিয়েও ধরে দাড়িয়ে থাকলো। সাইকেল রাখতে রাখতে বাবা প্রতিদিনের মত উত্তরের প্রত্যাশা না করে কখন ফিরলি, ভাত খেয়েছিস,জল খেয়েছিস --এই সব কথা বলতেই থাকলো গত তিন বছরে যেসবের উত্তর দেবার প্রয়োজন মনেই হইনি বরঞ্চ রাগ হত অথচ আজ চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে বিতানের আর একটুও দেরি না করে বাবার দিকে এগিয়ে গেল, তিন বছরের বাবার অভিমানটা ভাঙ্গতে হবে যে।
তারপর? রাতে প্রবন্ধটা লিখতে বসে দুহাজার শব্দও কম বলে মনে হচ্ছিল বিতানের। উসকে বাদ?পাতা নেহি,কেয়া হুয়া-বিতানকো প্রাইজ মিলা কি নেহি,...কিন্তু তুমি জানলে আমায় জানিও।।

-Mandira Chal ,3rd year

Mahabharata From A Different Perspective

Mahabharata is considered as the greatest epic in the world. It is said that whatever is not present in Mahabharata cannot be found anywhere else.

A lot of controversy exists whether the Mahabharata characters were true or not.

Whether the war actually happened or not. Whether the characters that were being portrayed knew the application of such divine weapons. yes its seems quite ridiculous to think of it now .But instead of just going into the literary sense of the story we can see the story from different perspective. We can consider Mahabharata as the analogical equivalent of a human being. Don’t we think we are always fighting a battle within us of Good and Evil as kauravas and pandavas fought? Don't we think our mind is the battleground where there is continuous search of righteousness.

Protagonist of Mahabahrata that is Krishna represents Intellect and inherent divinity. It is our intellect that guide us to distinguish between right and wrong, to take right decisions as he guided Arjuna when he(Arjuna) was in utter dilemma whether to take part in the battlefield.

Besides our positive thoughts and beliefs, sometimes our righteousness is overshadowed by the negativity and selfishness within us. Shakuni being the flag bearer of negative emotions within us sometimes prey on us and can lead to our destruction.
Duryodhana represents the unfettered ego and unrestrained arrogance within us, where the myriad siblings of ego without discipline can lead to us to edge of destruction.

The five Pandavas represent absolute humane values.

Yudhistira represents Honesty and truthfulness.

Bheema represents Strength.

Arjuna represents thirst for knowledge.

Nakul and Sahadev represents values of wisdom .

So the inner war in the inner Kurukshetra (our thoughts) represents our Karmashetra.

If we don't realise our divinity, if we don't cultivate them, if we nurture our arrogance and ego, it's the kauravas(negative intellect) who will always win.
Rather if we choose the goodness within us, if we cultivate and nurture positivity, it's the pandavas(positive intellect) who will always win.

-Rudra Roy Chowdhury ,3rd year

Poetry

Pastime

Ethereal dawn,
gentle shine,
painted with ecstasies,
with coloured leaves.
On a boat amid ripples,
drifting and rocking,
the gentle wind,
and rustling leaves.
Chirping birds,
and peacefulness,
no escaping,
from one self,
amidst the sea of splashes,
the murmuring narrow shores,
woke up to this lovely dream,
getting done with the worldly chores.
In a chaotic world,
before burn-out,
leisure hours employed best,
no time for self-perfection or
acquisition,
but for self-ventilation.

-Arpita Singhi,2nd year

ন হন্যতে.....

রোজ রোজ কত মৃত্যু ঘটে যায়।
আমি হিসেব রাখিনা।
এই যেমন ,
কত কত মা জন্ম নেওয়ার আগেই
গর্ভপাতিনী,
কত কত শিশু কবি হয়ে ওঠার আগেই
ইঞ্জিনিয়ার,
কত কত কথা বিপ্লব হয়ে ওঠার আগেই
হুমকিতে চুপ,
কত কত অমল রোদ্দুর হওয়ার আগেই
ছাপাখানার অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে
----এত হিসেব রাখা যায় না।

আমি শুধু ভাবছি ,
ভরের নিত্যতা সূত্রটার কথা।

-Chandralekha Karmakar, 2nd year

A Stormy Night

It was a sleepless night,
Filled with fright,
The wind sweeping in fury all around,
And darkness to surround.

Searching for shelter, he ran,
As fast as he can,
But it was too late,
It swept him away.

The windows rattled,
As the city battled,
The winds picking up speed,
The deafening sound of thunder,
Made them wonder,
When will the storm recede.

All efforts were going in vain,
Homes flooded in the heavy rain,
They were slowly losing hope,
Every minute difficult to cope.

-Masuma Jasmine,1st Year

Pitaah!!

Kehte suna hai maine
Baap beti ke rishte ke mayne....
Pita ki parchai hoti hai beti Janam leti
hai jab ek beti....

Pita roye do hi baar Ek baar jab beti
aaye
Ek baar jab beti jaaye...
Bass fark itna hai janaab
Ankh bharne ke mayne hai anjaan...
Log kehte hai beta dega budhe Maa
Baap ka sath Par Bass ek pita Kahe
annt tak beti degi saath ...

Bhale hi ho jae Vo dusre ke ghar ki
bahu Lekin rahegi Sada Meri dil ki
wohi tukdi.. Beti Kahe Khush rahe
sada mere pitaah Pitaah se hi naam
pitaah se hi h sansaar...

- Vidisha Agarwal ,1st year

প্রিয় শহর

শহর, তুমি কেমন আছো,
অসুখজ্বরে ভুগে,
নিদ্রাবিহীন দিন কাটালে
কঠিন মারণরোগে...

শহর তোমার রাস্তারা সব
কেমন আছে বল,
সেই কতদিন আগে তাদের
দেখেছি জমকালো..

দেখেছি তাদের এসপ্লানেডে,
ময়দানে, মিছিলে,
হাজার লোকের ভিড়ে সেদিন
তুমিও সঙ্গে ছিলে..

দেখেছি তাদের ফুলবাগানের
ভ্যাপসা অন্ধকারে..
সন্ধে নামলে তাদের সঙ্গে
তুমিও পথের ধারে..

দেখেছি তোমায় অফিসপাড়ায়,
দেখেছি ফাইল হাতে,
ছুটছ তুমিও তাদের মতন
সংসার বাঁচাতে...

দেখেছি তোমায় নন্দনে আর
ভিক্টোরিয়ায় যেতে,
কাঁপা কাঁপা হাতে প্রথম প্রেমের
লালচে গোলাপ নিতে..
সেইখানেতেই শহর,তোমায়
এসছি ছেড়ে রেখে,
কেমন আছো,রাখছো খেয়াল,
জানা হয়নি ডেকে...

শহর, তোমার শরীরকে
আর রঙের মেলায় সাজাও?
বইয়ের পাড়া,কলেজ গলি
আলোর আভায় বাঁচাও??

শহর, তুমিই ভালবাসতে
শিখিয়েছিলে বলে,
তোমায় দেখে রোজের পথের
ক্লান্তি যেতাম ভুলে..

রোজ আসতাম, রোজই যেতাম
তোমার সাথে সাথে
শহর তুমি বাঁচতে শেখাও
অনেক যন্ত্রণাতে..

শহর,তোমার প্রাণোচ্ছ্বাসে
ভেসে যেতাম রোজ,
আজকে তোমার অসুখ ভারী
পেলাম সেসব খোঁজ..

মাস্কে ঢাকা রাস্তারা সব
রুগ্ন তোমার মুখ,
দেখতে পেলাম শহর তোমায়
কষ্টে ভাঙছে বুক।

ঘরবন্দি শহর তোমায়
পথ্য পাঠাই, নিও,
বাঁচিয়ে তুলব তোমায় আবার,
একথা মিলিয়ে নিও।

হাঁটব আবার, ঘুরব আবার
শহর তোমার সাথে,
বলব, ভালোবাসাই পারে
সময়কে হারাতে.....

-Chandralekha Karmakar, 2nd year

অভিযোজন

অত্যন্ত সন্তর্পণে রামধনু থেকে এনে
রং দিয়েছি জীবনের আলাবামে
হাজার যত্নে লক্ষ আদরে
রেখেছি সুগন্ধি খামে ভরে ।।

অসাবধানী আমিই ধসের শব্দ
শুনেছি অনেক পরে
ভাগ্যকে দোষ না দিয়ে, এখন
স্মৃতি আগলাই অতীতের আস্তাকুড়ে ।।

তাই, বিশ্বাস আজ কফিনের মাঝে ক্লান্ত
ভাল লাগে কবরের তলের প্রশান্ত
স্বপ্নরা মিশেছে আজ চিতার ছাইয়ে
স্মৃতির কবলে পরে প্রেম উদ্ভ্রান্ত ।।

আজও আমার মনেরই এক কোনে
স্বপ্নেরা রাত সাজায় আনমনে
ঘুমের আকাশ আজ হয়েছে ভারী
রাত কেটে যাই ঘড়ির প্রহর গুণে ।।

-Mandira Chal, 3rd year

Dost!!

Dost vo hai jo ankho me aansu na
aane de

Dost vo hai jinke saath hum phir
bache bann jaye. Dost vo hai jinke liye
hum college jaldi jaye.
Dost vo hai jo hamari shararton mein
bin bole saath de.

Dost kehne ko chota word hai
Lekin Isme Jahaan ki saari khushi hai .

- Vidisha Agarwal ,1st year

চাষীর প্রত্যাশা

মোরগ ডাকে কোঁকর কোঁ
ভোর হয়েছে বটে
উঠনারে বাপ হামার খোঁকা
যাতি হবেক মাঠে।
উঠনারে বউ শুলি কেনে?
দিবিক্ লাইকি ভাত?
দেরি হলে বুঝিস লাই তু
বাড়বে রোদের তাত।
তিন কুনাটয় বেগন দিব
লম্বা জমিনে মূলা,
একদিকেতে ধান লাগাব
তার পাশেতে ছুলা।
এখন যদি দেরি করিস
লারব সারায় কাজ,
পাড়াপড়শী শরম দিবে
মনে পাবি যে লাজ।
বুনাবুনিটো শেষ করলি
দুগ্গা পুজোয় যাবক
জিলিপি আর মুন্ডা মিঠাই
কতই রকম খাবক।
উরে বউ কাঁদিস লাই
তুরেও যাব লিয়েক
মটর করি যাতি হবেক
কয়েকটা গেরাম পেঁরায়ে।
বেলিয়াতোড় গেরামটাতো
ভালোই করে পুঁজা
উখান থিকে শ্বশুর ভিটা
তোকে লিয়ে যাবক সোজা।
মুনে রাখবি চটজলদি

ফিরতে হবেক দেশে,
দেরি হলে ফসল গুঁলা
শুঁকাই যাবেক শেষে।

- - Megha Pal, 1st year.

নস্টালজিয়া...

আমি হাজার বছর ধরে এই পথ হাঁটিতেছি।
ধুল বালির নিস্তব্ধ মরীচিকাগুলি আজ ক্লান্ত,
রুঢ়তা আজ ছিঁড়ে খাচ্ছে আমায়।
সকালের এলোমেলো বিছানার গোঁজা বালিশের
গন্ধে মুখ নষ্ট হয়ে গেছে,
জড়িয়ে পড়া হেডফোনটাও চাইছে একটু স্বস্তি।
শুধু মেঘ ক্লান্ত নয়।
আজ আমিও অসহায়...
রাতের সেই ঘরে ফেরা পাখিদের গানের মত
অস্পষ্ট হয়ে বেজে উঠল আমার গীটারের
তারটা,
আমার গলায় বেজে উঠল সুর।
তবে গানে নয়,
সুখী গানের প্রলাপ নিয়ে নস্টালজিক ভাবে
বনলতা সেন।

-Satabari Mukherjee,3rd year

সময়...

সময়, কখনও বড্ড বেমানান,
কখনও দুর্বিষহ চঞ্চল সে, কখনও শান্ত নদীর
ন্যায় ভাসমান।
কখনও আদুরানী সে বয়ে চলে নিজেরই খেয়ালে
কখনও আত্মগ্লানিতে ভাসে সে, কখনও
উৎফুল্লতায় অবাধে ছুটে চলে।

কখনও সে আবার মায়ের মতো,
তার নরম পরশখানি মাথার ওপর রেখে,
ভুলতে সাহায্য করে সহস্র কোটি ক্ষত।।

সে নির্মম অথচ করুণার রূপ,
সে পাষান প্রতিমা অথচ মমতাময়ীর স্বরূপ,
সে নিজের নিয়মে ভাঙে কত সম্পর্ক,
অথচ নিজের আকুলতায় মুছে ফেলে দেয় সব
বিতর্ক।

কখনও সে পোষ্য পাখিটির ন্যায়,
অবাধ্য অছিলায় হারিয়ে গিয়ে
অগাধ ক্লান্তি শেষে ধরা দেয়।

হীনমন্যতায় আমরা তাকে দাঁড় করাই
কাঠগড়ায়,
অক্ষমতায় বুঝতে নারি সময়ের নয়, দোষটা
আমাদের কোথায়।
মনে তার বসত করে পাহাড় প্রমাণ অভিমান,

সময় কখনও কারোর কাছে বড্ড বেমানান।।

-Aritrika Banerjee , 1st year

রোজের কাব্য..

রোজ বলা কথাগুলো সাজালেই
কবিতা একটা ঠিক হয়ে যায়,
রোজকার ঘরঝাড়া ,ধুলোমোছা,
গোছগাছ,কিংবা কাপড়কাচা,
সব মিলে গল্পটা একবারে
লেখার পরেতে বেশ জমে যায়.

কে বলে নাটক শুধু ক্লাবেতে,
থিয়েটার,মঞ্চ, মেকাপেতে??
রোজকার হাসি আর আবেগে,
জমাটি নাটক লিখে ফেলা যায়.

দেখি যদি গতকাল খাতা খুলে,
পাতা ভরা বৃষ্টিতে,কাশফুলে,
আকাশের নীল থেকে রং তুলে,
তুলি দিয়ে রামধনু আঁকা যায়.

কবি হলে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে,
চশমা,দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে,
লেখা কিছু যাচ্ছেনা সহজে,

চেয়ে দেখো কতশত গল্পেরা,
চোখের সামনে যার চলাফেরা,
সাদামাটা,কেউবা নজরকাড়া,
খোঁজ তার পাবে রোজনামচাতেই,

লিখে ফেলো একঝাঁক পদ্য,
কিংবা সরস এক গদ্য,
রোদে পুড়ে,জলে ভিজে ,ঘামেতে,
অফিস,বাসেতে,ট্রেনে,ট্রামেতে,
লিখে যাওয়া রোজকার গদ্য,
হবে জেনো গাথা অনবদ্য...

-Chandralekha Karmakar, 2nd year

Arts & Crafts

"The flower that follows the sun does so even in cloudy days"...
Robert Leighton

Subhra Pramanik
(Assistant Professor)

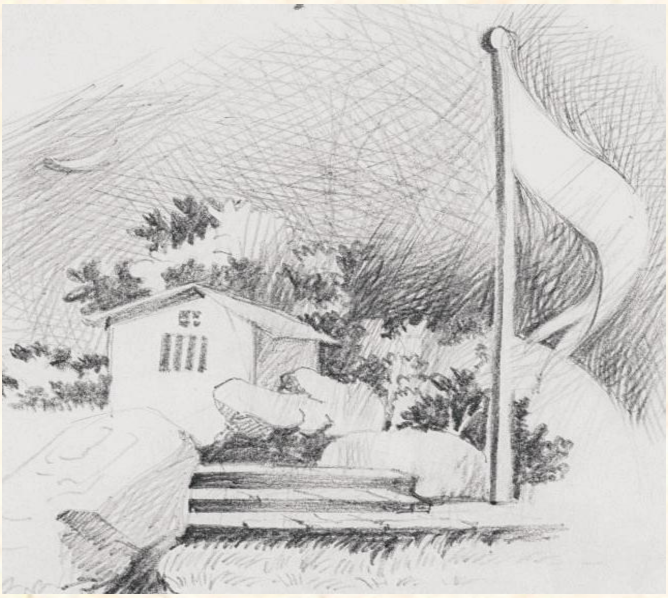

"Art washes away from soul the dust of everylife".... Pablo Picasso

Prof. Palash Ghosh

"Nature is painting for us day after day pictures of infinity beauty"...
John Ruskin

Palash Ghosh
(Assistant Professor)

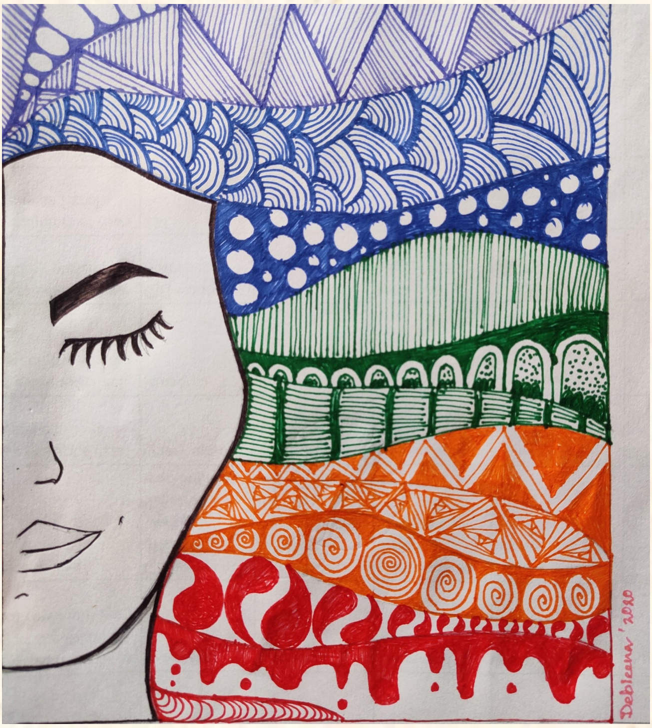

Debleena Biswas (2nd year)

"Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding"...Albert Einstein

Disha Mojumder (2nd year)

Megha Pal(1st year)

"***ART*** *speaks where words are unable to explain"...*

Sayantika Majumder(1st year)

Debleena Biswas (2nd year)

"Don't let anyone speak for you, and don't rely on others to fight for you"... Michelle Obama.

Monidipa Pramanik (2nd year)

Arya Yadav(2nd year)

*"**C**reativity takes courage"...*
Henri Matisse

Riya Mandal(2nd year)

Krishanu Sarkar(1st year)

“IF you want a city with a soul come to Kolkata”

Vidisha Agarwal(1st year)

Riya Mandal (2nd year)

"Until one has loved an animal, a part of one's soul remains unawakened."...Anatole France

Isita Roy 2nd year)

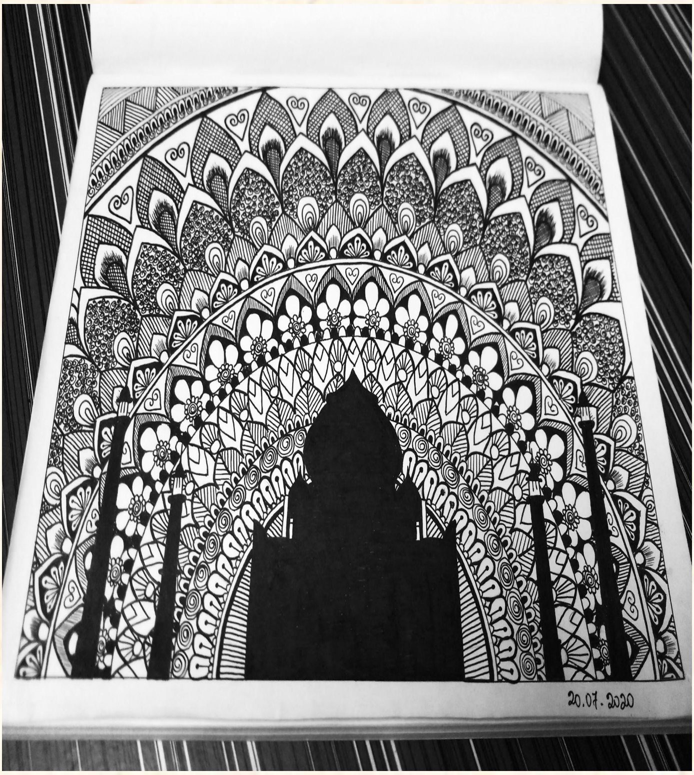

Sayantika Majumder (1st year)

*“**T**he Taj Mahal was built as a team: without a team it was a far dream”... Vinita Kinra*

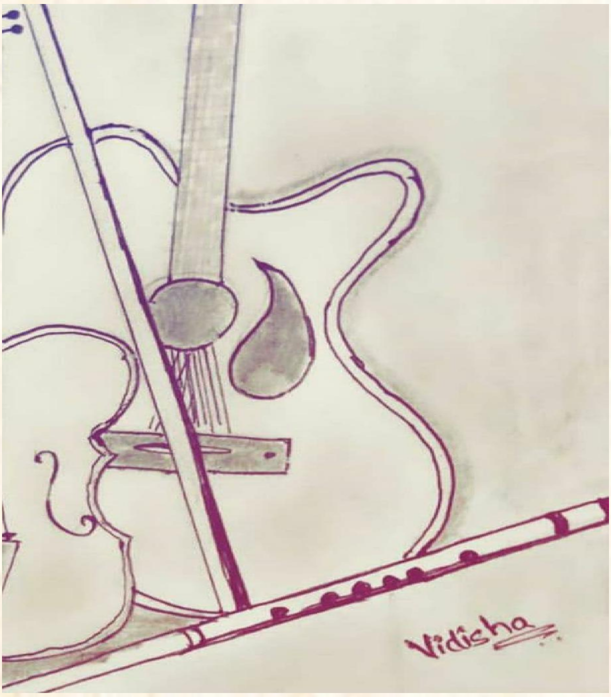

Vidisha Agarwal(1st year)

Disha Mojumder (2nd year)

'Cause I'm a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That's me."
— Maya Angelou

Riya Mandal (2nd year)

Rounak Manna(1st year)

*“**T**he truest superpowers are the ones we all possess : willpower,integrity and most importantly courage…”*

Shalini Singh (1st year)

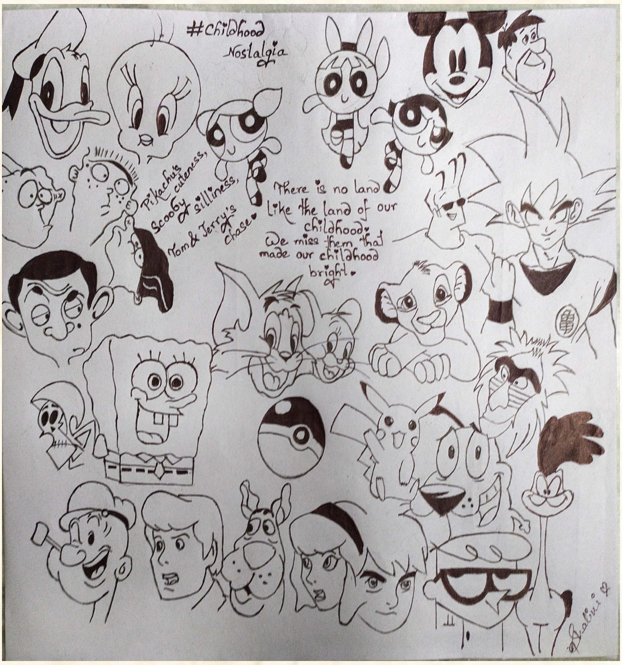

Isita Roy(2nd year)

*"**A**bove all be the heroine of your life ,not the victim"… N. Ephron*

Megha Pal(1st year)

Ashmita Sur (3rd year)

"The key to happiness is reduction of desires"...

Monidipa Pramanik (2nd year)

Disha Mojumder (2nd year)

*“Look up at the stars and not down at your feet.Try to make sense of what you see and wonder about what makes the Universe exist.***Be Curious.......”**

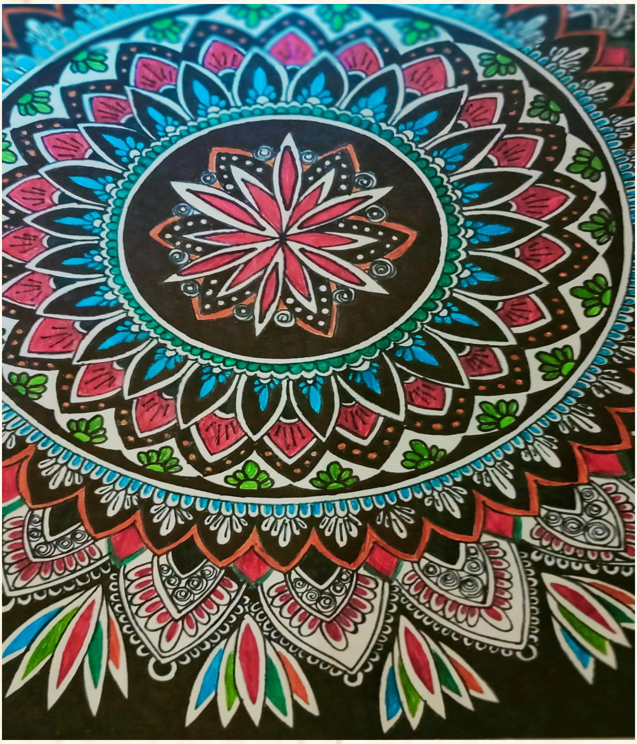

Isita Roy (2ndyear)

Arya Yadav (2nd year)

“A piece of art can still be magnificent without being perfect”...

Vidisha Agarwal(1st year)

Riya Mandal (2nd year)

"I give infinite thanks to God who has been pleased to make me the first observer of marvelous things"

- *Galileo Galilei*

Megha Pal (1st year)

Megha Pal (1st year)

"Challenging times can bring you down but remember they will not last forever….Stay home Stay safe"

Aritrika Banerjee(1st year)

Craft

Shouvik Paul (2nd year)

Paper cutting

"Do something Creative everyday"

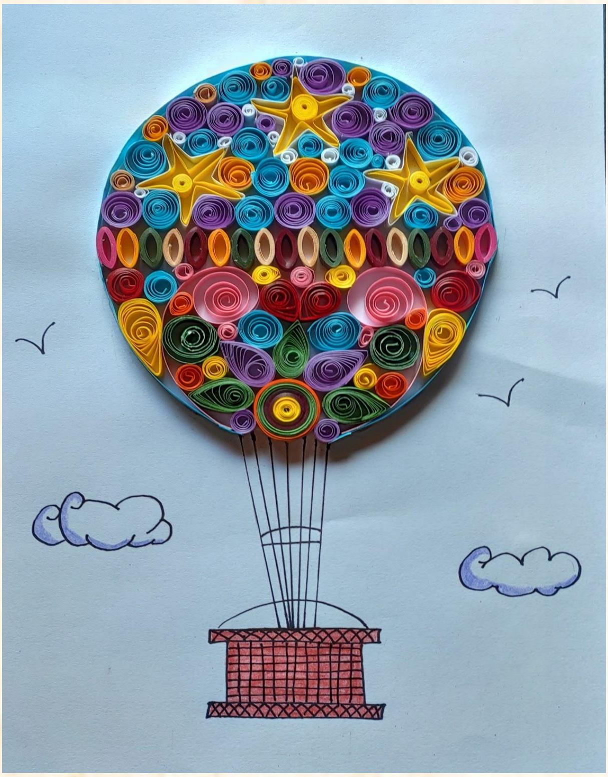

Disha Mojumder (2nd year)

Paper quilling

Digital Art

“There is no place higher than on father’s shoulders.....”

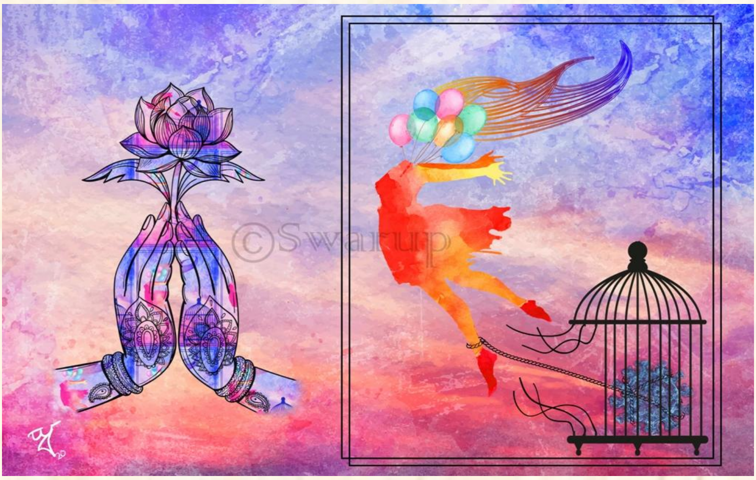

Swarup Dey Sarkar
(2nd year)

Satabari Mukherjee (3rd Year)

*“**L**ife is the art of drawing without an eraser”....*
John W.Gardner

Swarup Dey Sarkar (2nd year)

Photography

Rajdeep Das
1st Year

“The sun always shines above the clouds”

Paul F. Davis

Varsha Keshri
1st Year

Amrita Ghosh
1st Year

“The mountains are calling, and I must go”

JOHN MUIR

Chandralekha Karmakar
2nd Year

Sagnick Ghosh
2nd Year

“There is a crack in everything. That’s how the light gets in”

Leonard Cohen

Hitesh Kumar
2nd Year

Sayantika De
2nd Year

“We shape our buildings; thereafter,
they shape us”

WINSTON CHURCHILL

Dipanjan Patra
1st Year

Shalini Singh
1st Year

“May it be a light to you in dark places,
when all other lights go out”

J. R. R. TOLKIEN

Amrita Ghosh
1st Year

Atrayee Khan
3rd Year

"Look deep into nature, and then you will understand everything better"

Albert Einstein

Dipanjan Patra
1st Year

Ashmita Sur
3rd Year

“The sure-thing boat never gets far from shore”

Dale Carnegie

Vidisha Agarwal
1st Year

Tiasha Majhee
1st Year

“We can recognize the dawn and the decline of love by the uneasiness we feel when alone together”

Jean De La Bruyère

Sk Md Akib
1st Year

Angadraj Singh
1st Year

"Art is the tree of life, science is the tree of death"

William Blake

Atrayee Khan
3rd Year

Ankita Dey
1st Year

“Mistakes are the usual bridge between inexperience and wisdom”

PHYLLIS THEROUX

Rajdeep Das
1st Year

Hitesh Kumar
2nd Year

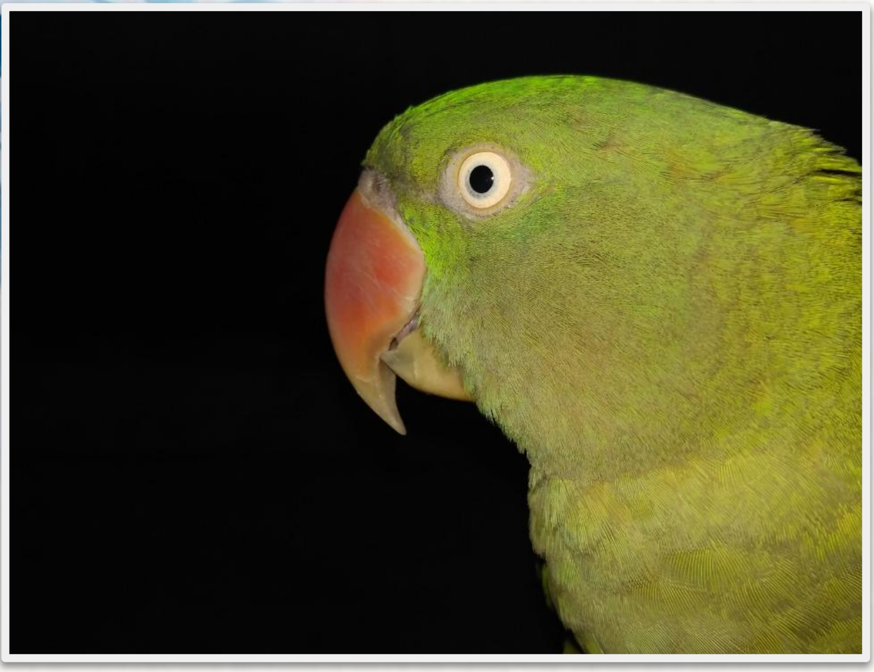

"In order to see birds it is necessary to become a part of the silence"

ROBERT LYND

Shalini Singh
1st Year

Dipanjan Patra
1st Year

"Only those who will risk going too far can possibly find out how far they can go"

T. S. ELIOT

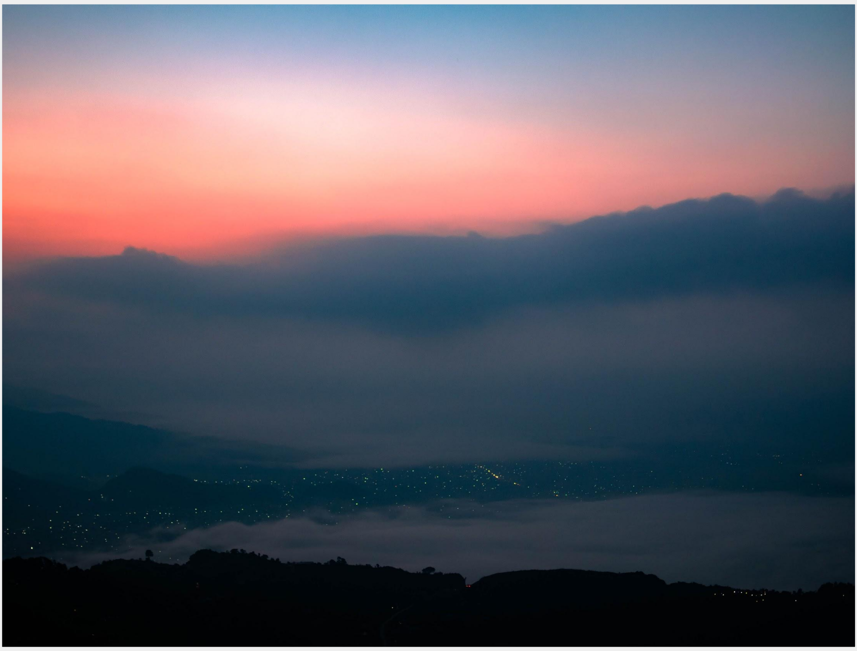

Samanway Chakraborty
3rd Year

Sagnick Ghosh
2nd Year

"The eye is always caught by light, but shadows have more to say"

Gregory Maguire

Sk Md Akib
1st Year

Samanway Chakraborty
3rd Year

“No two things differ more than abstract and actual poverty”

Mary Ferrier

Samanway Chakraborty
3rd Year

Dipanjan Patra
1st Year

“Blessed are they who see beautiful things in humble places”

Camille Pissarro

Angadraj Singh
1st Year

Hitesh Kumar
2nd Year

"Wild animals are less wild and more human than many humans of this world"

Munia Khan

Ankita Dey
1st Year

Tiasha Majhee
1st Year

"Love is the flower you've got to let grow"

JOHN LENNON

Shalini Singh
1st Year

Sagnick Ghosh
2nd Year

“Sky looks like cottage cheese spilled on a blue table cloth”

RICHARD L. RATLIFF

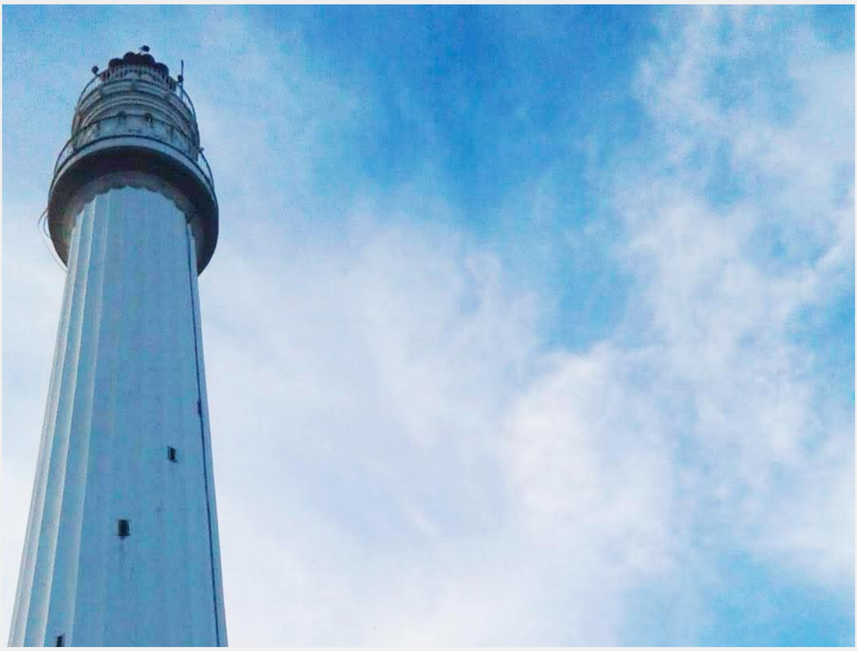

Varsha Keshri
1st Year

Shalini Singh
1st Year

"Grace is finding a waterfall when you were only looking for a stream"

Vanessa Hunt

Amrita Ghosh
1st Year

Sk Md Akib

1st Year

"I have loved the stars too fondly to be fearful of the night"

SARAH WILLIAMS

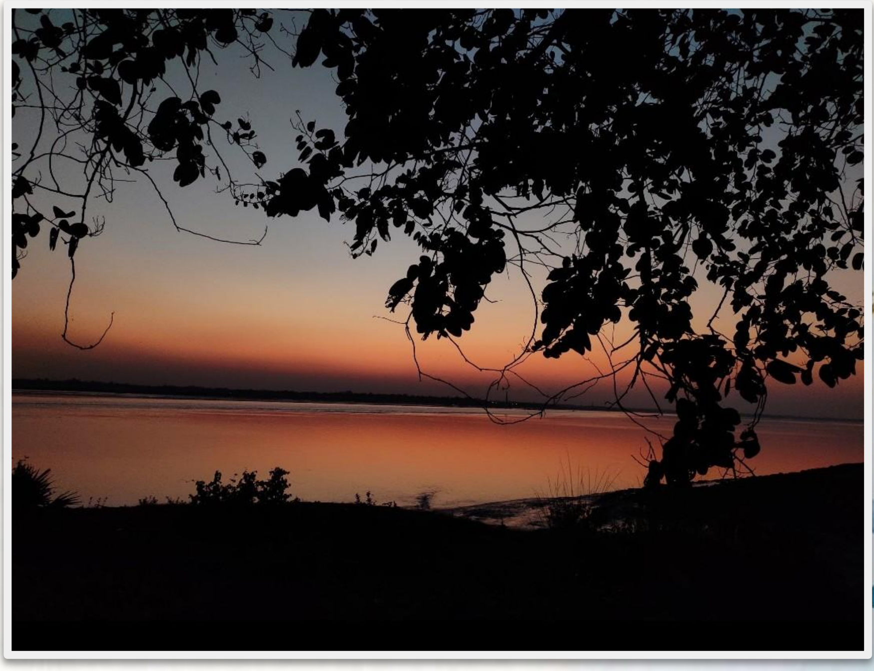

Ankita Dey

1st Year

Atrayee Khan
3rd Year

"Nature always wears the colors of the spirit"

Ralph Waldo Emerson

Varsha Keshri
1st Year

Sk Md Akib
1st Year

“The sky is the daily bread of the eyes”

Ralph Waldo Emerson

Rajdeep Das
1st Year

Amrita Ghosh
1st Year

"Life is an abstract art, and it's up to you to make sense of it"

Talismanist Giebra

Sagnick Ghosh
2nd Year

Hitesh Kumar
2nd Year

"All things are difficult before they are easy"

Thomas Fuller

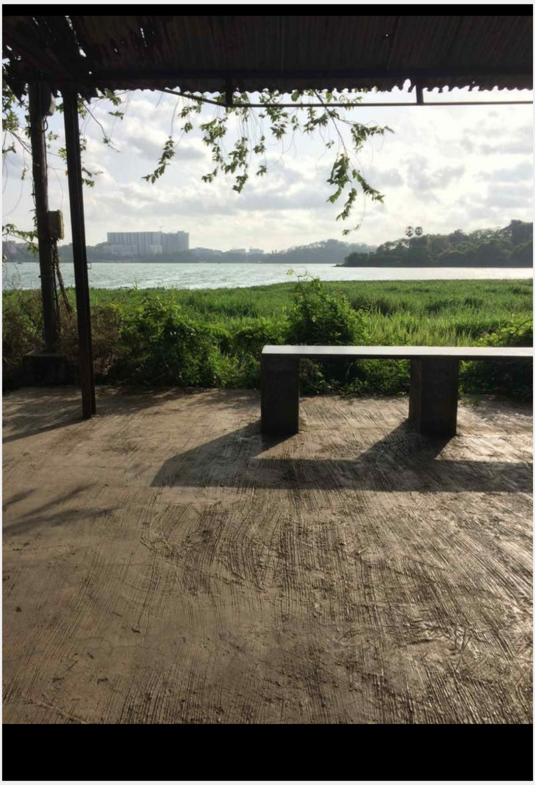

Angadraj Singh
1st Year

Rajdeep Das
1st Year

"The most dangerous worldview is the worldview of those have not viewed the world"

ALEXANDER VON HUMBOLDT

Ankita Dey
1st Year

Angadraj Singh
1st Year

“Heaven is under our feet as well as over our heads”

Henry David Thoreau

Varsha Keshri
1st Year

Meet Team Resonance

Sandipan Ganguly
(Assistant Professor)

Samanway Chakraborty
(3rd Year)

Disha Mojumder
(2nd Year)

Swarup Dey Sarkar
(2nd Year)

Sagnick Ghosh
(2nd Year)

Chandralekha Karmakar
(2nd Year)

Megha Pal
(1st Year)

Anwesha Pal
(1st Year)

Dipanjan Patra
(1st Year)